বন্যায় বগুড়ার ২২০ স্কুলে পড়াশোনা বন্ধ

● মাহমুদ হোসেন পিন্টু

বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি পয়েন্টে যমুনার পানি বিপদসীমার ৮৮ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় যমুনার পানিতে প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন গ্রাম ও জনপদ। ফলে উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে। পানিবন্দি পরিবারগুলো বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, বিভিন্ন উঁচু জায়গায় ও সড়কে আশ্রয় নিয়ে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছে। দুর্গত এলাকায় পর্যাপ্ত ত্রাণ না পৌঁছায় মানুষ অনাহারে দিনযাপন করছে।

এদিকে প্রচ- সমস্যায় আছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থীরা। বগুড়া জেলার ৩টি উপজেলার ১৬০টি গ্রাম বন্যার পানির নিচে। বিদ্যালয়গুলো পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে পাঠদান। সবচেয়ে সমস্যায় পড়েছে যারা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেবে। তাদের অনেকের বই-খাতা পানির স্রোতে ভেসে গেছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবদুল সালাম জানান, জেলার তিনটি বন্যাকবলিত উপজেলার ২২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান বন্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে সারিয়াকান্দি উপজেলায় ৭৪টি, সোনাতলায় ১৩টি এবং ধুনটে ৩৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ায় এসব স্কুলের পাঠদান বন্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে ৯টিতে আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

বরিশালের বিলাতি গাব

● সুশান্ত ঘোষ

বিলাতি গাব। নামে বিলাতি হলেও আমাদের গ্রামবাংলার আনাচে-কানাচে ফলটির বিস্তার চোখে পড়ার মতো। কোনো রকম যত্ন ছাড়াই অবহেলায় এ গাছ বেড়ে ওঠে। সাধারণত আষাঢ় থেকে শ্রাবণ মাসজুড়েই সিঁদুরমাখা বিলাতি গাব বাজারে উঠতে শুরু করে। বরিশালের হাট-বাজারে ফলটির প্রচুর দেখা মেলে। কৃষি বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এই ফলে রয়েছে প্রচুর ক্যালসিয়াম ও আয়রন। গর্ভবতী মহিলাদের জন্য এই গাবে রয়েছে বিশেষ কার্যক্ষমতা। বরিশালের বিলাতি গাবের প্রধান বাজার রাজধানী ঢাকা। বরিশালের চরকাউয়া, চন্দ্রমোহন, টুঙ্গিবাড়িয়া, চাঁদপুরা ও দিনারের পোল এলাকায় বরিশালের প্রধান গাবের হাট। দামে সস্তা, কেমিক্যালমুক্ত, খেতে সুস্বাদু হলেও বিলাতি গাবের বাজার সীমিত হওয়ায় উৎপাদনস্থলে তেমন বাজারমূল্য পান না সংশ্লিষ্টরা। এবার ফলন ভালো হলেও আড়তদার দর বেঁধে দেয়ায় মার খেতে হচ্ছে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের। স্থানীয় পর্যায়ে গাব সংগ্রহকারী ব্যবসায়ীরা ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে ১৫ থেকে ২০ টাকা কুড়ি দরে গাব কেনে। অথচ ঢাকায় গাবের হালি ৬০ থেকে ৮০ টাকা।

২৫ বছর হলেই তারা অন্ধ হয়ে যান

● সৌমিত্র শীল চন্দন

বাবা কৃষক। ছেলেরাও ছিলেন কর্মঠ। যা আয়-রোজগার হতো তা দিয়ে সংসারটা বেশ ভালোই চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ করেই উঠল এক সর্বনাশা ঝড়। প্রথমে বড় ভাই হারালেন তার দৃষ্টিশক্তি। এরপর একে একে আরো দুই ভাই। ২৫ বছর বয়স হলেই তারা হারাতে থাকেন দৃষ্টিশক্তি। ছোট ভাইটির বয়স এখনো ২৫ হয়নি। সে এখন থেকেই চোখে কম দেখতে শুরু করেছে। সে নিশ্চিত, আর কিছুদিন পরেই পৃথিবীটা তার কাছে অন্ধকার হয়ে যাবে। রাজবাড়ী সদর উপজেলার বাণিবহ ইউনিয়নের দক্ষিণ বাণিবহ গ্রামের আবুল খায়েরের পরিবারের এ এক অদ্ভুত বিপদ। চার ছেলের এই দুরবস্থা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া যেন কিছুই করার নেই অসহায় বাবার। সংসারে কর্মক্ষম কেউ না থাকায় মানবেতর জীবনযাপন করছে এখন পরিবারটি।

চার ছেলে, তিন মেয়ের জনক আবুল খায়েরের পরিবারে বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৯। দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। বড় ছেলে আবুল বাশারের বয়স ৩৫। তিনি দাখিল পাস করার পর চোখে কম দেখতে থাকেন। মেজ ছেলে আবুল কালাম নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে গার্মেন্টসে চাকরি করতে যান। সেখানে ভালোভাবে চোখে দেখতে না পারায় গার্মেন্টসের সহকর্মীরা তাকে চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার বলেন, 'এই চোখ আর ভালো হবে না। এই রোগের নাম রেটিনা প্রিগনেনট্রোসা। এর জীবাণু মায়ের শরীরে থাকে। বাবা-মায়ের রক্তের গ্রুপ এক হলে তা সন্তানদের মধ্যে প্রভাব ফেলে।' সেজ ছেলেও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হওয়ায় কোনো কাজ করতে পারেন না। বাণিবহ ইউপি চেয়ারম্যান খোরশেদ আলম এ প্রসঙ্গে বলেন, '২৫ বছর হওয়ার পর থেকেই তারা অন্ধ হতে শুরু করে। আমরা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কিছু সাহায্য করেছি কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়।' রাজবাড়ী সদর উপজেলা কর্মকর্তা মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান বলেন, 'বিষয়টি আমরা জেনেছি। তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধী ভাতা দিয়েছি এক ভাইকে। আরেক ভাইকে ঋণ দিয়ে পাম্প কিনে দেয়ার চেষ্টা করছি। তাদের বাবাকে বয়স্ক ভাতার আওতায় এনেছি। অন্য দুই ভাইকে ৪০ দিনের কর্মসূচির আওতায় আনার চেষ্টা করছি।'

মহাসড়কের আইল্যান্ডে সবজি চাষ

● ইয়াসমীন রীমা

মহাসড়কের আইল্যান্ডে সবজি চাষ করে সাড়া জাগিয়েছেন কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার কয়েকজন কৃষক। এই সবজি এখন বিভিন্ন বাজারে বিক্রির জন্য যাচ্ছে। সবজিচাষিরা মুনাফা অর্জন করছেন এবং তাদের পরিবারে এসেছে সচ্ছলতা। এসব সবজি সম্পূর্ণ বিষমুক্ত, কোনো ওষুধ ব্যবহার করা হয়নি।

ইরি ফসল তোলার পর বর্ষা ও অতিবৃষ্টির কারণে এ সময় ফসলি জমিতে থই থই পানি থাকে। কৃষকরা ঘরে অলস সময় কাটান। তাই কেউ কেউ বসে না থেকে মহাসড়কের আইল্যান্ডে খালি জায়গায় সবজি চাষ করতে উদ্যোগী হয়েছেন।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নির্মাণাধীন চারলেন প্রকল্পের দাউদকান্দির টোলপ্লাজা থেকে উপজেলার জিংলাতলী ১২ কিলোমিটার পর্যন্ত সড়কের মধ্যে ১২ ফুট চাওড়া আইল্যান্ডে পাকার মাঝে মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। এ জায়গাতেই লালশাক, পুঁইশাক, পালংশাক, ডাঁটাশাক, মুলাশাকসহ বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করা হচ্ছে। নদীর পলি মাটি দিয়ে আইল্যান্ডের মাটি ভরাট হওয়া এ মাটি বেশ উর্বর। এখানে এসেই স্থানীয় জনগণ ওইসব শাক-সবজি কিনছেন। অনেকে আবার গাড়ি থামিয়ে কিনছেন।

সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মোঃ মাজাহারুল ইসলাম বলেন, 'মহাসড়কের মাঝে ১২ ফুট চওড়া আইল্যান্ড রাখা হয়েছে ভবিষ্যতে এলিভেটেড হাইওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে বলে। বর্তমানে আইল্যান্ডের মাঝে শাক-সবজির লাল-সবুজের সমাহার ঘটিয়ে এলাকার বেকার কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। আমাদের পক্ষ থেকে কোনো বাধা নেই। তবে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নির্মাণকাজ শেষ করার পর সেই স্থানে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা হবে।'

মেঘনায় বিলীন হচ্ছে প্রাচীন দ্বীপ রামদাসপুর

● ছোটন সাহা

'ওইখানে আমার ঘর ছিল, পুকুর ছিল, গৃহপালিত পশু-পাখিও ছিল। কিন্তু নদীভাঙনে সব শেষ। পরিবার-পরিজন নিয়ে কোনোমতে বাঁধের ওপর আশ্রয় নিয়ে কষ্টে দিন কাটাচ্ছি।' মেঘনা নদীর প্রায় আধা কিলোমিটার দূরের জলরাশি দেখিয়ে এভাবেই আক্ষেপ করে বলছিলেন দুইশ বছরের প্রাচীন দ্বীপ রামদাসপুরের ভিটেহারা বাসিন্দা নূরে আলম।

ভোলা সদর উপজেলার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন রাজাপুর ইউনিয়নের প্রাচীন দ্বীপ রামদাসপুর এখন ভয়ঙ্কর ভাঙনের কবলে। এলাকাবাসী জানান, গত ৫ বছরে অন্তত ১৫টি গ্রাম, ১০ হাজার ঘরবাড়ি, ৭টি বাজার, ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, একাধিক মসজিদ, কয়েকশ হেক্টর জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। পুরো এলাকার এক-তৃতীয়াংশ এখন নদীতে। কিন্তু এ জনপদ রক্ষায় কোনো উদ্যোগই নেই কর্তৃপক্ষের– অভিযোগ এলাকাবাসীর। তারা জানান, এক সময় ৮০ হাজার মানুষের বাস ছিল এ জনপদে। ৬০০টিরও বেশি চিংড়িঘের ছিল। কিন্তু এখন মাত্র ৫-৬টি ঘের রয়েছে। রাজাপুর ইউপি চেয়ারম্যান রেজাউল করিম মিঠু চৌধুরী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'ভাঙন রোধের কথা বহুবার বলেছি কিন্তু কাজ হয়নি। গত ৫ বছরে

কেউ ফিরেও তাকায়নি।' পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) নির্বাহী প্রকৌশলী আবদুল হেকিম বলেন, 'মূল ভূখণ্ডের বাইরে কোনো স্থানের ভাঙন রোধে এ মুহূর্তে আমাদের কোনো প্রকল্প নেই। যদি ভবিষ্যতে কখনো হয়, তাহলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'